

রবিবারের চিঠি ২

দিগন্ত বড়ুয়া

জীবনে প্রথম ঢাকা যাই রাতের গাড়ীতে। গিয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। সকালে একটু ঝিমিয়ে নিয়ে আত্মীয়দেরকে বলি তোমাদের ঢাকা দেখাও। ছোট তখন। দুপুরে খেয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পরলাম বুঝতে পারিনি। সন্ধ্যার একটু আগে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। এবার সন্ধ্যার তথা রাতের ঢাকা দেখার পালা। প্রথমে গিয়েছিলাম আমাদের এলাকার এক লোকের দোকানে। নিজেদের এলাকার মানুষ, তাই প্রথমে তাকেই দেখতে গেলাম। তিনি একটি মুদির দোকান চালাতেন। গিয়ে একটু বসলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক খরিদ্দার এসে বলেছিলেন এখনো পণ্ট মনে পরে, কানে বাজে, “সিনি আছে নিহি”। দোকানি বলে ছিল নাই। খরিদ্দার বললেন, “নাইক্যা”। বাস, এতটুকু শুনে কথাটা মনে রাখলাম। তারও একটু পরে সেই দোকানি ভদ্রলোকের কাছে পরের দিন খাবার নিমন্ত্রণ গ্রহন করে চলে আসছি। পথে আমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলাম সিনি আছে নিহি কথা গুলো কি বলেছিল? এই লাইনটির অর্থ বুঝিয়ে সে বলেছিল এটি ঢাকাই কুটি ভাষা। সেই থেকে অনেক বার ঢাকাই কুটি ভাষা শুনেছি। কিন্তু বলতে পারিনা। চেষ্টা ও যে করিনি তা নয়। কিন্তু তাদের মত করে বলতে পারিনা। কারণ সে তো তাদের জন্মগত ভাষা।

ঢাকাইয়ার স্বীকারোক্তি পড়লাম। কয়েকটি কথা বলার আছে। দেশের বাইরে অবস্থান আমার দির্ঘ দিন। আমার নিজের জন্মস্থানেও আমার অনুপস্থিতি তার চেয়ে ও বেশীদিন। দেশে গেলে যে কয়দিন থাকা হয় সেই কয়দিনই জন্মস্থান ও বিভিন্ন ঘোরাফেরা দেখা সাক্ষাতে চলে যায়। তবে নাড়ির টান এখনো প্রখর। প্রতি মাসেই বেশ কয়বার কথা হয় অনেকের সাথে। আমি যে অশ্বিনী মহাজনের কথা বলেছিলাম সে হবে সতিশ মহাজন (অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন)। সাবিস্থান হোটেল(রেস্টুরেন্ট) এর মালিক সতিশ মহাজন। আপনি কোন মুসলিম মালিকের কথা বলেছেন আমি জানি না। এক সময় এই সাবিস্থান হোটলে আমি নিয়মিত বিকেলের খাওয়াটা খেতাম। এছাড়াও এই সতিশ মহাজনের এক ছেলের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ও ছিল। গলাফুলা হাজি ও গফুর হাজির মধ্যে দুই জনকেই গুলিয়ে ফেলেছেন। দুইজন দুই ব্যক্তি। আজকের গফুর হাজি সেইদিনের রিজার্ভ বাজার লঞ্চ ঘাটের কুলি গফুইজ্যা। তারপর কুলি সর্দার গফুইজ্যা থেকে নুকার (নৌকা) মালিক। তারপর লঞ্চ। এই গফুইজ্যার কোন কালেই সর্মিল ছিল না। এখন গফুর হাজি। কুলির টাকার উৎস কি নাহয় নাইবা বললাম। তেমন গলাফুলা হাজিও একজন কুলি ছিল। মহসিন্যা। আজকের মহসিন সাব (সাহেব)। সেই দিনের রিজার্ভ বাজারের কাচা বাজারের কুলি। মানুষের বাসায় বাসায় বাজারের ব্যাগ বহন করে নিয়ে দিত। পরে কাচা বাজারে সজি বিক্রোতা। আপনি নিশ্চয় এখন মহসিন্যার পেট্রোল পাম্পটাও চেনেন। জোতা(জুতা) সোনা টাকা হবার পরে সোনাইয়া হতে কতক্ষন? আপনার বলা সেই সোনাইয়াকে সেই কবে থেকেই জোতা সোনা হিসেবে জেনে আসছি, ও ঐ নামে ডেকেছি তার হিসাব কি করে দেবো? ভারত থেকে আসা মির্জা পরিবারকে আপনি মৃধা পরিবার বলেছেন। মৃধা কথাটা ঠিক নয়। এই মির্জার দুই স্ত্রী। এই পরিবারকে যদি জানেন তবে তাদের সম্ভবত মেঝো মেয়ে চির কুমারী রিজার্ভ বাজার হাই স্কুলের শিক্ষিকাকেও চেনেন। সে সামাজিক কাজে জড়িত থাকতো সব সময়। তাদেরই কয়েক ভাই সহ আরো অনেক বন্ধু বান্ধাব মিলে একসাথে আজকের দিনের রাঙ্গামাটি শিল্পকলা ভবনের স্থানে নয়তো ফিশারী ঘাটের আশে পাশে বিকেলের দিকে এক সময় নিয়মিত আড্ডা দিতাম। পার্থিব রায় বা লাকি বাবু, বিনয় দেওয়ান, ত্রিদিব রায়, দেবশীস রায়, একটু কম পরিচিত নছু বাবু, সবাইকেতো জানার কথা। লাকী বাবুকে চিনলে তো বাবলু বাবুকেও চেনার কথা। যিনি লাকী বাবুর বড় ভাই। উনারা পার্বত্য রাজ গোষ্ঠি বা পরিবারের সদস্য। বর্তমান রাজ পরিবারের দেবশীস রায়দের তথা লাকি বাবুদের পরিবার বাংলাদেশের প্রথম ২০ টি

সর্বোচ্চ শিক্ষিত পরিবারের একটি বলে আমার ধারণা। আরও একটা কথা জানেন কি? এই গলাফুলা হাজি ও গফুর হাজি ও আমার ভুলে যাওয়া এক জন মিলে তারা তিন ভাই। এই গফুইজ্যা ও গলাফুলারা পাকিস্তান আমলে ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে এসে এই অঞ্চলে ডেরা গেরেছিল তা কি জানেন?

জাক, এন্ত সব কথা বলে ভাই লাভ নাই। তবে একটি কথা জিজ্ঞাসার স্বরে বলছি, ও আপনার মতামত জানতে চাইছি। মনে করুন আমি /আপনি আমেরিকায় থাকি/থাকেন। আমি/আপনি হয়তো নিজের ইচ্ছায় গিয়ে আমেরিকার কাগজ নিয়েছেন, নয়তো আমেরিকার সরকার আমাকে/আপনাকে নিয়ে গেছেন। একটুরো জমি কিনে বাড়ী বানিয়ে কি আমি/আপনি আমেরিকান হয়ে গেলাম/গেলেন? আমি/আপনি আমেরিকার জন্য সেটেলার না ??? অথবা একটি গ্রিন কার্ড বা পাসপোর্ট নিয়েই কি আমি/আপনি আমেরিকান সেজে গেলাম? আমার/আপনার বর্তমান ও পূর্ব পরিচয় কি? এতো গেল। এবার অন্য ভাবে একটি কথা বলি। মনে করুন আপনি আমেরিকায় গিয়ে পুরুষ পুরুষ ধরে আমেরিকার নাগরিকদের মেরে ধরে খুন করে ভয় ভীতি দেখিয়ে জবর দখল করে ডাকাতি করে অটেল টাকার মালিক হয়ে গেছেন। এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে কোন বিশেষনে ফেলবো বলুন ?

ঢাকাইয়া, আমি জানি অনেক প্রশ্ন করে ফেলেছি। এই বিষয় থেকে আমি চললাম। আপনি আপনার মনের কথা লিখতে চাইলে লিখুন। তবে আমি আর আপনার কোন বিষয়ে কিছুই বা কোন প্রকার মন্তব্য করবো না। কেননা, আপনার মনে লুক্কায়িত প্রেমের/মানবতার কথা আমি জেনেছি আপনার লেখা থেকে। আসলে আমরা বড় খারাপ অবস্থায় আছি। আমাদের হয়ে কলম ধরুন। আমাদের পাশে এসে দাড়ান। যোশ ওয়ালাদের উদ্বুদ্ধ করুন, আমাদের যেন একটু শান্তিতে থাকতে দেয়। আপনাদের মত সৎ ব্যক্তিদের হাজার ঘায়ের এক ঘা ও যদি লাগে সে হবে আমাদের অনেক উপকার। হয়তো আরো অনেক দিন বাঁচবো। যদি কোন দিন স্ব জ্ঞানে মরি তবে সেই মুহূর্তেও বলবো, যোশ ওয়ালানি পাত জাক। মানুষ জেগে উঠুক। প্রেম থেকে না প্রবল ঘৃণা থেকে এই রকম শব্দ বের হয় কলমে তা বুঝতে হয়তো বিবেকবান মানুষের কষ্ট হবে না।

ফিরে দেখি অন্য দিকে। ঢাকাইয়া আপনার যুদ্ধ ঘোষণা পড়লাম। কিছুই বলার নাই। এতটুকু বলবো, একটি প্রাণী হিসেবে আর একটি প্রাণীর প্রাণের মিলন ঘটতে পরিপূর্ণ সহায়তা দেবো। আমার হিসাব মিলেনা.. লেখায় কয়েকটি উদাহরন ছিল প্রেম সংক্রান্ত। আমার ডজনে ডজনে সমালোচনাকারীদের কারো কাছেই একটি প্রকৃষ্ট উত্তর পাইনি। আমার গত লেখায় আমি জানতে চেয়েছি, আল্লা কি মহিলা না পুরুষ? হিজ্রা নাকি নপুংসক। লিঙ্গের কোন লিঙ্গে পরে আল্লা। আমি জানতে চেয়েছি। এও জানি, কারো বাপের সাধ্য হবে না কিছু বলা। আজগুবী গল্পের রাখালের কথায় কি আর মন ভরবে? বাস্তব উদাহরন চাই!!!! আমাকে হয়তো আসমানী গল্প শুনিয়ে নয়তো হরে কৃষ্ণ গেয়ে বা মারহাঝা বলে বিদায় নেবে। তবুও জানতে চাওয়া তো দোষের কথা হবে বলে মনে হয়না।

আজকের ভিন্নমতে দেখলাম, আরাফাতকে নিয়ে প্রবল যুদ্ধ চলছে, আরাফাত প্রেমী ও চোর প্রমানকারী বা চিহ্নিত কারীদের সাথে। যে আরাফাত প্রেমীর চিঠি ভিন্নমতে ছাপানো হলো, সেই আরাফাত প্রেমীর পাঠানো কয়েকটি মেইল আমার পুরানো মেইল গুলো ঘেটে দেখলে পাওয়া যাবে। আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও গালাগাল করে কয়েকটি মেইল পাঠিয়েছিল সেই বর্বর যোশ ওয়ালানি এছালামী জঙ্গী। তেমনি আরো শতাধিক মেইল আছে আমার কাছে। সেই সময় আমার কোন লেখায় বলেছিলাম আমার কাছে এমন কতগুলো মেইল আছে যে গুলো কোন দিন প্রমান দরকার হলে ছাপাতে বলবো ভিন্নমতকে। এই যোশ ওয়ালানিকে আমি কখনো উত্তর করিনি। আরাফাতের ব্যক্তিগত

কিছুই আমি জানিনা, যা জেনেছি তাও ভিন্নমতের কল্যাণে জেনেছি। তবে ব্যক্তি আরাফাতের চেয়ে নেতা আরাফাতের অনেক তথ্য আছে জানা। তবুও আমার জানার দরকারও নাই। সামগ্রিক মুসলিম কখনো সৎ হয়না। মাত্র ছিটে ফোটা সামান্য সংখ্যক সৎ হয়। তারা মানুষের ভীরে লুকিয়ে থাকে। কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র সামান্য কিছু সৎ মানুষের মূল্যায়ন আর কতটুকু করা যায় আমি জানিনা। তবে, সৎ মানেই শ্রদ্ধার পাত্র। এই পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সন্তান। উপকারী সন্তান। জাক, আমার ফিরিস্তি বাদ দিয়ে দেখি আরাফাত কি ভাবে কত টাকা পেলে। ১৯৯৪ সালের নোবেল পুরস্কারে শান্তির জন্য, পি এল ও নেতা আরাফাত, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন প্যেরেজ নোবেল প্রাইজ পায়। এই পুরস্কারের মূল্যমান ১২(বার) লক্ষ ডলার। এই ১২ লক্ষ ডলারের তে-ভাগায় আরাফাত পায় মাত্র ৪ লক্ষ ডলার। ৪ লক্ষ ডলার মানে অতি অতি অতি সামান্য ৪০০ হাজার ডলার। দেখা যাবে নিউ ইয়র্কের কোন মুদি দোকানি বা টেক্সি মালিক/ড্রাইভারেরও এর চেয়ে অধিক ডলার হাতের কাছেই পরে আছে। ফকিরনির জন্য ৪ লক্ষ ডলার বিশাল ব্যাপার সেপার হলেও যাদের টাকা আছে তাদের জন্য খুবই মামুলি টাকা। আরাফাতের মত ডাকাতের জন্য এটা এক মাসের পান্তা ভাতের টাকাও নয়। তাহলে সে বাদ বাকী তার জীবনটা চালাচ্ছে কি ভাবে? কার মাথায় বারি মেরে? কার মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে? প্রতি ২৪ ঘন্টায় কত জন ফিলিস্তিনি অনাহারে থাকে সে খবর কি এই জঙ্গী রাখে? রাখলে জানতে চাই? আরাফাতের দেহরক্ষীর পেছনে কত খরচ হয় জানতে চাই? সৎ নেতা যদি হয় তবে বিশাল বহরের চৌকিদারের দরকার কি? এই খরচ কার কাছ থেকে আসে? আরাফাতের আত্মহনন কারী বোমা হামলাকারীদের জন্য কত খরচ করে থাকে শুধু মাসে, তাও জানতে চাই? বিভিন্ন দেশ / দাতার দানের টাকার হিসাব কি করে করে থাকে জানতে চাই। এবং সেই হিসাব কি ভাবে করা হয়? আরাফাতের ব্যক্তিগত আয় মাসে কত ডলার? এবং কিভাবে? ইসরাইল ফিলিস্তিন সমস্যা রুটিনিয়ে নয়। ধর্ম নিয়েই সমস্যা। ঘুরেফিরে আমার আবারো একই কথা বলতে হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মুসলিমদের সাথে যেখানেই হোক সেখানেই কোন সাধারণ কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই। সব সমস্যার মূলে মুসলিমদের ধর্মই তাদেরকে সাধারণ মানুষের উপর মারমুখী করে তোলে। আর এর পরিণামে হয় খুনাখুনী, মারামারি।

আরাফাত সম্পর্কে সামান্য জানলাম অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদে। সূত্রঃ ফিলিস্তিনি ব্যবসায়ী। আমার লোকাল শহরে তার বসবাস প্রায় ২২ বছর চলছে। তার কথা অনুসারে— ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণ ও চায় না ইসরাইলের সাথে মারামারি কাটাকাটি করতে। কিন্তু তারা চাইলেই কি হয়? ব্যবসায়ীরা শান্তি নিয়ে বসবাস করতে দেয় না সাধারণ ফিলিস্তিনীদেরকে। এই অশান্তি বিরাজমান না রাখলে তাদের ব্যবসা তো আর চলবে না। তাই ফিলিস্তিন সমস্যা হল ধর্ম নামক কাটতি পন্যটাকে পুজি করে আরাফাতেরা ব্যবসা আজো পর্যন্ত চাঙ্গা করে রেখেছে।

লেখটা শুরু করেছিলাম গত সপ্তাহে। সময়ের অভাবে শেষ করতে সময় লেগে গেল। তাই বাসি খবর নিয়েই ঘাটাঘাটি করতে হলো।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক। শান্তিতে থাকুক।

৭/১২/২০০৩